

এ প্রেক্ষিতে অত্র আপীল আবেদনটি নামঞ্জুরযোগ্য। উল্লিখিত অবস্থায় এই বিচার্য বিষয়ঘর আপীলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র আপিলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীঅন্তে নামঞ্জুর করা হলো। কমিশনার, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট

কমিশনারেট, চট্টগ্রাম এর আদেশ নথি নং-৪৪/এ(১২)১০৭/মূসক-পরিহার/সান কর্পোরেশন/ধারা-৭৩/সংদঃ/২০২০/৫৯১২(১-৬), তারিখ: ১৪-১০-২০২১ খ্রিঃ এতদ্বারা প্রদত্ত আদেশ বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৪

আপীল নম্বর: ভ্যাট-৫১/২০২০

নথি নং-সিইভিটি/কেইস (ভ্যাট)-৫১/২০২০/১৩৩৮, ৪৭, ৪৮

উপস্থিত সদস্য চাক। নি চক্র তথ্যগত কীর্তি ক্রঃ ১। মোঃ মোস্তা আলী, সদস্য (কমিশনার)

১। আপীলকারী/আবেদনকারী : রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ কৈলাশটীলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট।

২। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টপক্ষ : কমিশনার বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, দ্বিতীয় ১২-তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

৩। আপীলকারী/আবেদনকারীর প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৪। প্রতিবাদী/রেসপনডেন্টের প্রতিনিধি : উপস্থিত।

৫। মামলার শুনানী গ্রহণের তারিখ : ১০-৪-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৬। মামলার আদেশ প্রদানের তারিখ : ১৮-৪-২০২২ খ্রিস্টাব্দ।

৭। তর্কিত আদেশ নং, তারিখ এবং আদেশ প্রদানকারীর বর্ণনা : ৫ বৈশাখ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ।

৮। বিবেচনাধীন উপস্থাপিত নথিপত্র : মূলনথি নং-০৮.০১.০০০০.০১১.০৩৩.০৫৭.১৯। ১০৫-১১-৪

তারিখ: ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

১০। আদেশের শিরোভাগ : ১০। আদেশের শিরোভাগ : ১০। আদেশের শিরোভাগ : ১০।

১১। আদেশের শিরোভাগ : ১১। আদেশের শিরোভাগ : ১১। আদেশের শিরোভাগ : ১১।

১২। আদেশের শিরোভাগ : ১২। আদেশের শিরোভাগ : ১২। আদেশের শিরোভাগ : ১২।

১৩। আদেশের শিরোভাগ : ১৩। আদেশের শিরোভাগ : ১৩। আদেশের শিরোভাগ : ১৩।

১৪। আদেশের শিরোভাগ : ১৪। আদেশের শিরোভাগ : ১৪। আদেশের শিরোভাগ : ১৪।

১৫। আদেশের শিরোভাগ : ১৫। আদেশের শিরোভাগ : ১৫। আদেশের শিরোভাগ : ১৫।

১৬। আদেশের শিরোভাগ : ১৬। আদেশের শিরোভাগ : ১৬। আদেশের শিরোভাগ : ১৬।

১৭। আদেশের শিরোভাগ : ১৭। আদেশের শিরোভাগ : ১৭। আদেশের শিরোভাগ : ১৭।

১৮। আদেশের শিরোভাগ : ১৮। আদেশের শিরোভাগ : ১৮। আদেশের শিরোভাগ : ১৮।

১৯। আদেশের শিরোভাগ : ১৯। আদেশের শিরোভাগ : ১৯। আদেশের শিরোভাগ : ১৯।

২০। আদেশের শিরোভাগ : ২০। আদেশের শিরোভাগ : ২০। আদেশের শিরোভাগ : ২০।

২১। আদেশের শিরোভাগ : ২১। আদেশের শিরোভাগ : ২১। আদেশের শিরোভাগ : ২১।

২২। আদেশের শিরোভাগ : ২২। আদেশের শিরোভাগ : ২২। আদেশের শিরোভাগ : ২২।

২৩। আদেশের শিরোভাগ : ২৩। আদেশের শিরোভাগ : ২৩। আদেশের শিরোভাগ : ২৩।

২৪। আদেশের শিরোভাগ : ২৪। আদেশের শিরোভাগ : ২৪। আদেশের শিরোভাগ : ২৪।

ট্রাইব্যুনালের আদেশ

কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, দ্বিতীয় ১২-তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক ৪-২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১১.০৩৩. ০৫৭.১৯/২৬ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারী পক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীলটি দায়ের করেন।

মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২. রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে জুলাই/২০১৯ এবং আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৪ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম আইনানুগ না হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(১) অনুযায়ী গত ১১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বৃহৎ করদাতা ইউনিটে শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মৌখিক জবাব প্রদান করেন কিন্তু জবাবে উক্তরূপ কার্যক্রমের পক্ষে কোন আইনানুগ ব্যাখ্যা বা কারণ প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা শুধু উল্লেখ করেন যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ তাদের হস্তগত হতে কিছুটা সময় লেগে যায়। এটি তাদের একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের এ বক্তব্য আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর বিধানমতে, সকল নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মূসক-৪.৩ মোতাবেক) ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া আইনের ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) (ড) অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের সঙ্গে উক্তরূপ উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলকে শর্তাধীন করা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। বর্ণিত অবস্থায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ করমেয়াদে ৪৫,৯৪,৯২৫.৬৯ (পয়তাল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শত পঁচিশ দশমিক ছয় নয়) টাকা এবং

আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৫৩,২০,৯৯২.৩৫ (তেরাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার নয়শত বিরানব্বই দশমিক তিন পাচ) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট দুই করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৪ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসম্মত না হওয়ায় সমপরিমাণ রাজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য। বিধায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ ও আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদের দাখিলপত্রে (মূসক-৯.১) আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে উল্লিখিত গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে ৯৯,১৫,৯১৮.০৪ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা কর নির্ধারণপূর্বক আদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আপীলকারীপক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীলটি দায়ের করেন।

বিচার্য বিষয়

- ১। বিজ্ঞ কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ আইন ও বিধিসম্মত হয়েছে কিনা?
- ২। আপীলকারী পক্ষ প্রার্থনা মোতাবেক প্রতিকার পেতে পারেন কিনা?

আলোচনাবিচার্য বিষয় নং ১ ও ২:

৩। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহণ করা হলো। নথিতে দাখিলকৃত উভয়পক্ষের কাগজপত্র এবং বিজ্ঞ কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ পর্যালোচনা করা হলো।

আপীলকারীপক্ষের বক্তব্য

৪. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে একরূপ নিবেদন করেন যে, That there was no applicability of price declaration for Diesel and Petrol under the previous VAT Law, however, a production parameter similar to Mushok-1 or Mushok 4.3 had been submitted to the LTU-VAT under the VAT Act 1991. Unfortunately, the Commissioner, LTU-VAT without review of the said submissions has rejected VAT rebate alleging non-submission of Mushok 4.3 under the VAT & SD Act 2012 which

is completely violation of section 137(2)(Ka) of the VAT & SD Act 2012. Therefore, tax assessment order of the Commissioner rejecting VAT rebate is not sustainable in the eye of law.

৫. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, That being a progressive supply system for fuels framed by the government, a complete cycle of procurement of raw materials production of Diesel, Petrol & LPG etc - delivery through distribution networks- issuance of invoice - recovery of sale proceeds etc. requires a long time, i.e, the effective sale of the aforesaid fuels produced from the Condensate & NGL purchased in July-August/2019 could not be completed within the said tax periods. For the ease of ready reference to the relevant provision of law, we would like to quote the cardinal portion of the Rule 21 below:

নিবন্ধিত বা তালিকাভুক্ত ব্যক্তিকে পণ্য উৎপাদন বা সরবরাহের পূর্বে....একটি উপকরন-959799935 (input output co-efficient)....fara afeco TC....." The aforesaid provision of law clearly speaks out that if a taxpayer fails to submit the Input-Output Co-Efficient before production of goods, he has an inherent opportunity to submit it before supply of the said goods. It is revealed from the underlying production phenomenon that rebate against the VAT paid for Condensate & NGL purchased in July-August is correlated with the Diesel & Petrol effectively sold beyond the said tax periods and onward. Therefore, tax assessment order of the Commissioner rejecting VAT rebate without considering the special type of production phenomenon and invoking reference to the provision of rule 21 of the VAT & SD Rules 2016 is not sustainable in the eye of law.

৬. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, That Petrol,

Diesel & LPG etc. are sold through distribution networks framed by the government. Being it a special system of sales, unlike for other general products, the VAT & SD Act 2012 has provided a special statute for payment of VAT on fuels. The relevant provision of law i.e, section 33(3) of the VAT & SD Act 2012 is quoted below;

জ্বালানী তেল।— "(৩) উপ-ধারা (২) এর বিধান সত্ত্বেও বিতরণ নেটওয়ার্কে মাধ্যমে পানি, গ্যাস, বা বিদ্যুৎ এর আনুকূল্য বা পর্যাবৃত্তি সরবরাহ করা হইলে, যে তারিখে উক্ত সরবরাহের প্রত্যেকটির বিপরীতে চালানপত্র ইস্যু করা হয়, উক্ত তারিখ হইতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে প্রদেয় মুসক পরিশোধ করিতে হইবে।"

7. From the aforesaid statutory law it is revealed that the payment system of VAT on fuel is totally different from the general system of payment of VAT on any other products. That is, a fuel producer has upto 60 days from the date of issuance of invoice (not delivery date) for payment of VAT payable on the sale of Diesel, Petrol & LPG etc.. It is contended here that entitlement to VAT rebate is integrated with the sales VAT, hence, it is implied that VAT paid for raw materials purchased in July-August/2019 is correlated with the sales VAT payable atleast not before October 2019. Therefore, it is substantiated that the Rebate availed in July-August/2019 is correlated to the sales completed atleast not before October 2019. Therefore, tax assessment order of the learned Commissioner without considering the special provision of statutory law is not sustainable in the eye of natural justice.

৮. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, That considering all production parameters including input-output coefficient, the prices of condensate, diesel, petrol & LPG etc. are determined by the government vide gayette notification and hence, it does not convey any further impact with

regards to declaration of price/input-output coefficient. Therefore, tax assessment order of the learned Commissioner without considering the special government gayette fixing the full production parameters for fuel is not sustainable in the eye of law. that rule 21 of the VAT & SD Rules 2016 has prescribed to declare input-output co-efficient before production or supply of the goods. In the light of that provision of law, a supplier desiring to supply goods in the early morning dated 1-7-2019 would had to submit the said input-output co-efficient atleast one day ahead i.e, on or before 30-6-2019, however, the said provision of law was not effective before 1-7-2019 which reveals that the rule 21 is self-prejudicial. Therefore, tax assessment order of the learned Commissioner relying on a self- prejudicial provision of law is not sustainable in the eye of natural justice.)

৯. আপীলকারীপক্ষ আপীল আবেদন এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, That section 135 of the VAT & SD Act 2012 has empowered the National Board of Revenue to frame rules only for the purpose of implementation of the statutory provisions of the Act and section 108 of the said Act has further empowered the National Board of Revenue to frame Forms only for the purpose of implementation of the statutory provisions of the Act. However, the input-output coefficient declaration form, "Mushok-4.3" has been framed incorporating some controversial elements which are not supported by the statutory law, and, therefore, such extremist intrusion in the said Form has corroded the legal validity of the form, "Mushok- 4.3". Therefore, tax assessment order of the learned Commissioner relying on a corroded Mushok-4.3 is never sustainable in the eye of law.

১০. রেসপনডেন্টপক্ষের বক্তব্য

১০. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে এরূপ নিবেদন করেন যে, আপীলকারী উল্লেখ

করেছেন যে, অধুনালুপ্ত মূল্য সংযোজন কর আইন ১৯৯১ এর অধীন তার পণ্যের বিপরীতে কোন মূসক-১ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা ছিলনা কিন্তু প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত তথ্য যা মূসক ৪.৩ এর তথ্যের মত, এলটিইউ কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করা হয়েছিল। আপীলকারী অভিযোগ করেছেন যে, এর পর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর অধীন মূসক ৪.৩ এ সহগ ঘোষণার প্রয়োজনীয়তা না থাকা সত্ত্বেও বিজ্ঞ কমিশনার তা বিবেচনা করেননি। তিনি আদেশটিকে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ১৩৭(২)(ক) এর পরিপন্থী মর্মে উল্লেখ করেছেন। আপীলকারী এ বক্তব্য আইনানুগ নয়। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর আওতায় তাকে মূসক ৪.৩ ঘোষণা দাখিল করা থেকে কোন অব্যাহতি দেয়া হয়নি।

১১. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারী তার উৎপাদিত ডিজেল ও পেট্রোল আনুক্রমিক বা পর্যায়বৃত্ত সরবরাহ এবং এর বিপরীতে মূল্য প্রাপ্তি সময় সাপে মর্মে উল্লেখ করেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, জুলাই/২০১৯ এবং আগস্ট/২০১৯ মাসে তিনি যে কনডেনসেট ক্রয় করেছেন তার বিপরীতে রেয়াত গ্রহণের বিষয়টি পণ্যের মূল্য প্রাপ্তির সাথে জড়িত। আপীলকারীর এ অনুধাবন সঠিক নয়। আপীলকারী আইন সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা না নিয়েই মনগড়া বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

১২. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারীর বক্তব্য স্ব-বিরোধী। তিনি একাধারে দাবী করেছেন যে, নতুন আইনে সহগ ঘোষণা দেয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই আবার পরবর্তীতে পণ্যের মূল্য প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে দাখিল করতে না পারার অজুহাত উল্লেখ করেছেন। আপীলকারী বক্তব্য মূসক আইন ও বিধির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শনের শামিল।

১৩. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারী দাবী করেছেন যে বিধিমালার বিধি ২১ অনুসারে পণ্য সরবরাহের পূর্বে মূসক ৪.৩ দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু ১লা জুলাই/২০১৯ তারিখে প্রথম প্রহরে পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে তা বাস্তবে সম্ভব ছিল না নয় বিধায় তিনি বিধির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

১৪. রেসপনডেন্টপক্ষ দফাওয়ারী জবাব এবং শুনানীকালে আরও নিবেদন করেন যে, আপীলকারী জাতীয়

রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক প্রণীত মুসক ৪.৩ এ উল্লিখিত ছক ও তাতে যে সকল তথ্য সন্নিবেশিত করার কথা বলা হয়েছে তার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি এ ফরম মুসক ৪.৩ কে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর বিধানের সাথে সাজুয্যপূর্ণ নয় মর্মে উল্লেখ করেছেন। বিজ্ঞ কমিশনার মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ এর ধারা ৭৩(২) অনুসারে আলোচ্য কর নির্ধারণী আদেশ প্রদান করেছেন। আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠানকে আত্মপ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে। রেসপনডেন্ট কর্তৃক আদেশ জারীকালে কোন বিধি-বিধান লঙ্ঘন করা হয়েছে কি-না বা এতে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কোন উপাদান আছে কি-না তা উল্লেখ করতে পারেননি। এতে সম্পূর্ণ দাবী যে সঠিক ও আইনানুগ তা প্রমাণিত হয়েছে। আপীলকারী শুনানীকালে অন্যান্য বিষয়াদি উপস্থাপনের যে সুযোগ প্রার্থনা করেছেন তা বিজ্ঞ ট্রাইব্যুনালের বিবেচ্য বিষয়। সার্বিক পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, আপীলকারী তার বক্তব্যে ও ব্যাখ্যায় রেসপনডেন্ট এর বিধিসম্মত আদেশ জারীকালে ন্যায় বিচারের পরিপন্থী কোন আইন বা বিধির উল্লেখ করতে পারেননি বা তা প্রতিষ্ঠিতও হয়নি। সুতরাং যথাযথ রাজস্ব আহরণ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আপীল আবেদনটি খারিজ করার জন্য আবেদন জানানো হলো।

পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত

১৫. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নথিতে রক্ষিত দলিলাদি আপীলকারীপক্ষের ও রেসপনডেন্টপক্ষের উপস্থাপিত বক্তব্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে জুলাই/২০১৯ এবং আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৮ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের উক্তরূপ কার্যক্রম আইনানুগ না হওয়ায় মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৭৩(১) অনুযায়ী গত ১১-১২-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বৃহৎ করদাতা ইউনিটে শুনানী গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শুনানীতে প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি মৌখিক জবাব প্রদান করেন কিন্তু জবাবে উক্তরূপ কার্যক্রমের পক্ষে কোন আইনানুগ ব্যাখ্যা বা কারণ প্রদর্শন

করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা শুধু উল্লেখ করেন যে মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ তাদের হস্তগত হতে কিছুটা সময় লেগে যায়। এটি তাদের একটি অনিচ্ছাকৃত ভুল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের এ বক্তব্য আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২ এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর বিধানমতে, সকল নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মুসক-৪.৩ মোতাবেক) ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া আইনের ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) (ড) অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের সঙ্গে উক্তরূপ উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলকে শর্তাধীন করা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। বর্ণিত অবস্থায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ করমেয়াদে ৪৫,৯৪,৯২৫.৬৯ (পয়তাল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শত পঁচিশ দশমিক ছয় নয়) টাকা এবং আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৫৩,২০,৯৯২.৩৫ (তেপ্পান্ন লক্ষ বিশ হাজার নয়শত বিরানব্বই দশমিক তিন পাচ) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট দুই করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৮ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসম্মত না হওয়ায় সমপরিমাণ রাজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য। বিধায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ ও আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদের দাখিলপত্রে (মুসক-৯.১) আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে উল্লিখিত গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে ৯৯,১৫,৯১৮.০৮ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা কর নির্ধারণপূর্বক আদেশ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত আদেশে সংশ্লিষ্ট হয়ে আপীলকারীপক্ষ অত্র আপীলাত ট্রাইব্যুনালে এ আপীলটি দায়ের করেন।

১৬. ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রূপান্তরিত প্রাকৃতিক গ্যাস কোম্পানী লিঃ, কৈলাশটিলা, গোলাপগঞ্জ, সিলেট নামীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২(৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে জুলাই/২০১৯ এবং আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৮ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর ধারা ৩২

এর উপধারা (৫) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ২১ এর বিধানমতে, সকল নিবন্ধিত এবং তালিকাভুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ (মসক-৪.৩ মোতাবেক) ঘোষণা প্রদানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। এছাড়া আইনের ধারা ৪৬ এর উপধারা (১) (ড) অনুযায়ী রেয়াত গ্রহণের সঙ্গে উক্তরূপ উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিলকে শর্তাধীন করা হয়েছে। সুতরাং বিদ্যমান আইন অনুযায়ী উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল ব্যতিরেকে রেয়াত গ্রহণ করার কোন সুযোগ নেই। বর্ণিত অবস্থায়, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ করমেয়াদে ৪৫,৯৪,৯২৫.৬৯ (পয়তাল্লিশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার নয়শত পঁচিশ দশমিক ছয় নয়) টাকা এবং আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদে ৫৩,২০,৯৯২.৩৫ (তেপ্পান্ন লক্ষ বিশ হাজার নয়শত বিরানব্বই দশমিক তিন পাচ) টাকা অর্থাৎ সর্বমোট দুই করমেয়াদে ৯৯,১৫,৯১৮.০৪ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা রেয়াত গ্রহণ আইনসম্মত না হওয়ায় সমপরিমাণ রাজস্ব প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায়যোগ্য বিধায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জুলাই/২০১৯ ও আগস্ট/২০১৯ করমেয়াদের দাখিলপত্রে (মসক-৯.১) আইন ও বিধি-বহির্ভূতভাবে উল্লিখিত গৃহীত রেয়াতের বিপরীতে ৯৯,১৫,৯১৮.০৪ (নিরানব্বই লক্ষ পনের হাজার নয়শত আট দশমিক শূন্য চার) টাকা কর নির্ধারণপূর্বক জারীকৃত আদেশ আইনানুগ ও যথাযথ হয়েছে বলে অত্র ট্রাইব্যুনাল মনে করে।

১৭. সার্বিক পর্যালোচনায় ট্রাইব্যুনাল এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ আইনানুগ বিধায় তাতে হস্তক্ষেপ করার যুক্তিসংগত কোন কারণ দেখা যায় না। এ প্রেক্ষিতে অত্র আপীল আবেদনটি না-মঞ্জুরযোগ্য। উল্লিখিত অবস্থায় এই বিচার্য বিষয়দ্বয় আপীলকারীর প্রতিকূলে নিষ্পত্তি করা হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

অত্র আপীলটি উভয়পক্ষের উপস্থিতিতে শুনানীঅন্তে না-মঞ্জুর করা হলো। কমিশনার, বৃহৎ করদাতা ইউনিট, মূল্য সংযোজন কর, দ্বিতীয় ১২-তলা সরকারি অফিস ভবন (৬ষ্ঠ তলা), সেগুনবাগিচা, ঢাকা কর্তৃক ৪-২-২০২০ খ্রিঃ তারিখে প্রদত্ত আদেশ নথি নং-০৮.০১.০০০০.০১১.০৩৩.০৫৭.১৯/২৬ এতদ্বারা বহাল ও বলবৎ রাখা হলো। এ আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট পক্ষগণ বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

আমাদের কথামতো লিখিত ও সংশোধিত।

Ed.

কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট আপীলাত ট্রাইব্যুনাল

বেঞ্চ-৪

আপীল নম্বর: ভ্যাট-৬৭/২০২১

নথি নং-সিইভিটি/কেইস (ভ্যাট)-৬৭/২০২১/

তারিখ: ২০২২ খ্রিষ্টাব্দ
১৪২৯ বঙ্গাব্দ

রায় ও আদেশের শিরোভাগ

উপস্থিত সদস্য

: ১। মোঃ মোস্তবা আলী, সদস্য-কমিশনার

২। মিয়াজী শহিদুল আলম চৌধুরী, সদস্য-জেলা ও দায়রা জজ

১। আপীলকারী/আবেদনকারী

: সুপার সিনথেটিকস লিমিটেড বায়েজিদ বোস্তামি রোড, নাসিরাবাদ
শি/এ, চট্টগ্রাম।